দৈনিক
জনকণ্ঠ

পৃষ্ঠা ... 2 ... 21 MAY 2003 ... কলাম ... 2

সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণে উৎসাহ দিচ্ছে, শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে ॥ রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তনে প্রধান অতিথির ভাষণে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেছেন, সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণে উৎসাহ দিচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগত মান

ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তন

নিশ্চিত করার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। তিনি ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার গুণগত মানে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ভবিষ্যতেও এই মানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। মঙ্গলবার নগরীর

(৭-পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

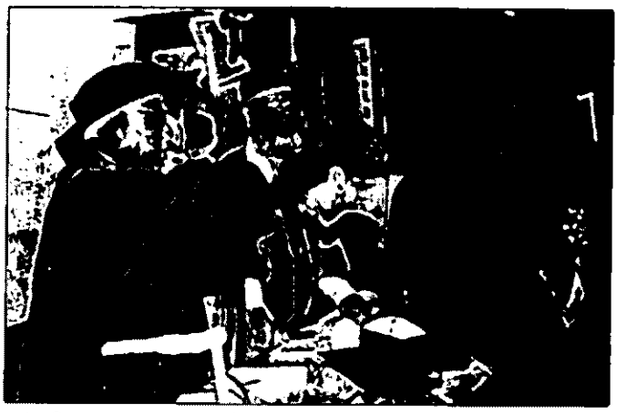

রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ মঙ্গলবার ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বেসরকারী ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মেধাবী

সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে

(৮-এর পাতার পর)

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য আয়োজন সমৃদ্ধ এই সমাবর্তনে মোট এক শ' ৬১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

সমাবর্তনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক। এতে স্বাগত বক্তৃতা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. সৈয়দ ফরহাদ আনোয়ার। আরও বক্তৃতা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন। সমাবর্তন বক্তা হিসাবে অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের অনুপস্থিতিতে তাঁর লিখিত 'বৈশ্বিক পুঁজিবাদের নৈতিক দর্শন' শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করে শোনানো হয়। ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সামনে উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান। সকালে বর্ণাঢ্য র‍্যালি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও ডিগ্রীপ্রাপ্তরা হলরুমে প্রবেশ করেন। ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তন উপলক্ষে সুদৃশ্য বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র সাজানো হয়েছিল বিশেষ আকর্ষণে সারি সারি পতাকা, নিখুঁত ব্যানার, অনুষ্ঠানের দৃষ্টিনন্দন শৃঙ্খলা গোটা আয়োজনকে বর্ণিল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় সমাবর্তন উপলক্ষে ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করেছে বিশেষ ক্রোড়পত্র। এই ক্রোড়পত্রে তুলে ধরা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্র।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ইতোমধ্যেই বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠা দু'টি বিষয়ে বিবিএ (হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক ব্যবসা, এমআইএস), তিনটি বিষয়ে বিএসসি (কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কমিউনিকেশন এ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি), একটি বিষয়ে ইংরেজীতে বিএ এবং বিএসএসের জন্য একটি বিষয় অর্থনীতির ছাত্রী ভর্তি করছে। অদূর ভবিষ্যতে জেন্ডার ইস্যু, হেলথ ম্যানেজমেন্ট, আইন, তথ্য ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসি ও জনসংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগ খোলার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে মোট ছাত্রসংখ্যা দু'হাজার এক শ' ৭৯। গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ছাত্রসংখ্যা চার শ' দুই। পূর্ণকালীন [illegible] এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন ২৯ জন। প্রশাসনিক কর্মকর্তা ৫৩ জন এবং এঁদের সহযোগী ৪৪জন। নিজস্ব জায়গায় ক্যাম্পাস স্থানান্তরের জন্য ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জমি কিনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ মোট ছাত্রের শতকরা ১০ ভাগের মধ্যে বৃত্তি হিসাবে প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা লালন ফান্ডের মাধ্যমে ২০০৩ সালে দু'শ ৪১ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মোট ৭০ লাখ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ইতোমধ্যেই সহশিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে বিজনেস ক্লাব, কম্পিউটার ক্লাব, কালচারাল ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব, ইংলিশ কনভারসেশন ক্লাব, ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন ক্লাবসহ বিভিন্ন সংগঠন। গতকালের সমাবর্তনের শেষ পর্বে সনদপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সঙ্গে ফটো সেশনে অংশ নেয়। মোট এক শ' ৬১জন সনদপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের ছিল এক শ' ৩৪জন এবং গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের ছিল ২৭ জন।